বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ
ও
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের
যৌথ ঘোষণা

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের সকল ধর্মের মানুষ, বাঙালী-আদিবাসী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছিল। স্বাধীনতার পর ইতিমধ্যে চার দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়কালে অনেক সরকার এসেছে, গেছে। কিন্তু অব্যাহত শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, নির্যাতন ও নিপীড়নের বেড়াজাল থেকে আজো মুক্ত হতে পারে নি এ দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সংখ্যায় যারা মোট জনগোষ্ঠীর অন্যূন এক পঞ্চমাংশ। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার এখনো নিশ্চিত হয় নি। পাকিস্তানী আমলের মতো নানান কায়দায় পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাদের উচ্ছেদকরণ অব্যাহত রয়েছে। অব্যাহত শোষণ নিপীড়নের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে পাহাড়ে জমি বন্দোবস্তীর নামে আর সমতলে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের মৃত মোড়কে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে স্বীয় ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি আজো মেলে নি। ধর্মীয় মোড়কের বাইরে সংবিধানের প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য আদৌ ফিরবে কিনা তা নিয়ে গোটা জাতি দ্বিধান্বিত। অথচ কে না জানে সংবিধানকে ধর্মাশ্রয়ী রেখে গণতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নেয়া যায় না, সর্বস্তরের জনগণের প্রকৃত অর্থে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠাও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। পাহাড়ি জনগণের উন্নয়ন ও দেশের অগ্রগতির স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এক যুগেরও অধিক সময়ে তা বাস্তবায়িত হয় নি। ফলশ্রুতিতে আদিবাসী জুম্ম জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দানা বাঁধছে এবং পাহাড়ে চলছে চরম অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। সমতলে ভূমি নিয়ে অযথা হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণীত হলেও বিগত এক দশকে তা শুধু অকার্যকর করে রাখা হয় নি, বরং সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী নানা সংশোধনী এনে সংকটকে অধিকতর জটিল করারও চেষ্টা চলছে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার বিশাল অন্ত্যজ সম্প্রদায় হরিজন, ঋষি, রবিদাশ ও দলিতরা সামগ্রিকভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত। এহেন পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রদানে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো পদক্ষেপ নেই। সংখ্যালঘু অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণের সকল উপাদান এখনো ক্রিয়াশীল। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতা অধিকতর আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ। এসবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের দ্বিধাগ্রস্ততা, দোদুল্যমানতা, আপোষকামীতা জাতির গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতকে শংকাগ্রস্ত করে তুলছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি এ দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যলঘু জনগোষ্ঠীকে বার বার আস্থাহীন করে তুলছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের 'দিন বদলের সনদ'র ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে লেখা আছে, "ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।" বিগত আড়াই বছরে এর কোনো বাস্তব প্রতিফলন নেই। তাই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী দিন দিন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

এহেন সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে ধর্মীয় বৈষম্যমূলক সকল বিধানাবলীর বিলোপ করতঃ ৭২'র সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সহ-অংশীদারদের মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে ও জাতীয় ঐক্যমতের ৭ দফার আলোকে যথাযথ সংশোধনী এনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১'র দ্রুত বাস্তবায়ন, বিরাজমান সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্য ও নির্যাতন নিপীড়নের অবসান, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, অবহেলিত পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ, সকল প্রকার সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতা এবং অগণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে দেশের গণতন্ত্রকামী ও মানবতাবাদী সমাজের সহযোগীতায় চলমান আন্দোলনকে অধিকতর এগিয়ে নেয়া আজ সময়ের দাবী। এ প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর পরিসরে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন পরিচালনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম বৃহত্তর ঐক্যমোর্চা গঠনের ঘোষণা দিচ্ছে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত বীর উত্তম
সভাপতি
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
সভাপতি
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

জাতীয় প্রেস ক্লাব # ঢাকা ২৭ মে ২০১১